File No. 114 /WBHRC/~~COM~~/ smc/17.

Date : 23-03-2017

Enclosed is the news clipping of 'Dainik Statesman' a Bengali daily dated 23rd March, 2017, the news item is captioned 'সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রিপোর্ট ভুল, বেসরকারিতে সঠিক, বাঁচল গর্ভের সন্তান'।

The Chief Medical Officer of Health., Hooghly, is directed to furnish a detailed report by 24th April, 2017.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M. S. Dwivedy)
Member

Encl: News Item dt. 23.03.17.

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC. & inform concerned newspaper.

সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রিপোর্ট ভুল, বেসরকারিতে সঠিক, বাঁচল গর্ভের সন্তান

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ২২ মার্চ– সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গর্ভবতী মহিলার রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট ভুল এল। তার জেরে গর্ভের সন্তান নষ্ট করার পরামর্শ দেন ডাক্তার। কিন্তু একজন মা কখনই তাঁর গর্ভের সন্তানকে সহজে নষ্ট করতে চান না। তাই তিনি বেসরকারি পরীক্ষা কেন্দ্রে আবার রিপোর্ট করান। সেখানের রিপোর্ট সঠিক আসে। বেঁচে যায় তাঁর গর্ভের সন্তান। এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে পোলবা থানার আমোদপুর গ্রামের গর্ভবতী মহিলা রূপা পাত্রের ক্ষেত্রে। রূপা পাত্র জানান, তাঁর গর্ভে তিন মাসের দ্বিতীয় সন্তান নিয়ে তিনি কামদেবপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নাম নথিভুক্ত করতে যান। চিকিৎসক তাঁকে পরীক্ষা করে কয়েক রকমের রক্ত পরীক্ষা করতে দেন।চিকিৎসকের পরামর্শ মতো রূপাদেবী ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই রক্ত পরীক্ষা করান। পরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পেয়ে রূপা দেবী ও তাঁর পরিবারের চক্ষু চড়কগাছ। রিপোর্টে ধরা পড়ে হেপাটাইটিস বি পজিটিভ। ওই রিপোর্ট নিয়ে রূপা দেবী সোজা চলে যান চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে। সেখানকার চিকিৎসক ওই রিপোর্ট দেখে বলেন হেপাটাইটিস বি থাকলে গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হবে। এই অবস্থায় যদি সন্তান নিতে চান তাহলে সমস্যা হবে। বাচ্চা যখন জন্মাবে তখন জন্ডিস নিয়ে জন্মাবে। তখন সাত-আট হাজার টাকার ইনজেকসন দিতে হবে। আপনি কি সেই খরচ বহন করতে পারবেন? এই অবস্থায় বাচ্চা রাখতে চান, নাকি নষ্ট করে দিতে চান? বিষয়টি ভেবে দেখার কথা বলেন ওই চিকিৎসক। এরপর রূপা দেবী তাঁর ওই রক্তপরীক্ষা দ্বিতীয়বার বেসরকারি ক্লিনিক থেকে করান। রিপোর্টে হেপাটাইটিস বি নেগেটিভ ধরা পড়ে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন রূপা দেবী। কামদেবপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক বলেন, পিপিপি মডেলের কিটের মাধ্যমে যা পাওয়া গিয়েছিল তাই দেওয়া হয়েছিল। এ-ক্ষত্রে তাঁর কিছুই করার নেই। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রূপা দেবী ও তাঁর স্বামী অভিযোগ দায়ের করতে চলেছেন। রূপা দেবী বলেন, চিকিৎসকের কথা মতো যদি সন্তান নষ্ট করা হত তবে তার কি সর্বনাশ হতো তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না।

মেহন বিল্ডিং সিঅ্যান্ডআই বিল্ডিং ও অ্যানুনেট